উপজেলা পরিষদ

শ্রীবরদী, শেরপুর।

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প

সমাপ্তি প্রতিবেদন (২০১৮-২০২৫)

শ্রীবরদী উপজেলা পরিষদ, শেরপুর।

সম্পাদকীয়

গারো পাহাড়ের পাদদেশে শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলাটি অবস্থিত। ১৯৮২ সালে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য নিয়ে অপার সম্ভাবনাময় উপজেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে । এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস। এই মানুষের দৈনন্দিন জীবনমান উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নানামুখী উন্নয়ন মূলক কাজ করে থাকে। অনুরুপ একটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প হলো উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)। ২০১৮-১৯ অর্থ বছর হতে উপজেলা পরিষদের পরিচালন পদ্ধতির মানদন্ড যাচাই পূর্বক উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর অন্তর্ভূক্ত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের সুবিধাভোগীদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্ষমতা বাড়াতে ও জীবন মান এর উন্নয়ন সাধনে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে । এছাড়াও এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাজারের পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নিমার্ণ করা হয়েছে , বাজারের স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্যও ওয়াশব্লক নির্মাণ করা হয়েছে , রাতের বেলায় দূর্ঘটনা প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রকার যানবাহন চলাচলের জন্য সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপন করা হয়েছে , মনোরম পরিবেশে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উঁচু-নিচু বেঞ্চ বিতরন করা হয়েছে, মেয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য গার্লস ফেসিলিটিজ রুম নির্মাণ করা সহ উপজেলাবাসীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা হাতের নাগালে পেতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন ধরণের চিকিৎসা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। শতভাগ স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে এ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপজেলা ওয়েবপোর্টালে সকল প্রকার তথ্য প্রদান ও প্রকল্পের কাজে জনগনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়।

শেখ জাবের আহমেদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
প্রশাসক
উপজেলা পরিষদ
শ্রীবরদী , শেরপুর।

প্রথম অধ্যায়

শ্রীবরদী উপজেলার পটভূমি

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকারর ব্যবস্থার দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্তর। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১১) বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকে একটি বিশেষ কাজ হিসাবে ধরা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ আইনের ধারা ২৩ অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায় পঞ্চবার্ষিক ও বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রথম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এম ডি জি) অর্জনে স্থানীয় সরকার তথা উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ইতোমধ্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। পরিকল্পনা ছাড়া কোন জাতি , দেশ বা সমাজ উন্নতির শিখরে অগ্রসর হতে পারেনা। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্বারোপ করা হয়। উপজেলা পরিষদে সীমিত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলার জনগনের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শ্রীবরদী উপজেলা পরিষদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের (২০২৫-২৯ সাল পর্যন্ত) উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

১.১.ঐতিহাসিক পটভূমি

শ্রীবরদী উপজেলা বাংলাদেশের অন্যতম পাহাড় ঘেরা বেষ্টিত একটি নান্দনিক উপেলা । বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এখানে বসবাস করে। শ্রীবরদী উপজেলার দক্ষিণে শেরপুর সদর উপজেলা ও ইসলামপুর উপজেলা. পূর্বে শেরপুর সদর উপজেলা , পশ্চিমে বকসীগঞ্জ উপজলো ও উত্তরে ভারতের মেঘালয় রাজ্য অবস্থতি। আয়তন ২৫২.৪৪ বর্গ কিঃমি|এই উপজেলা ভাষা ও সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে। এই উপজেলাকে ঘিরে রয়েছে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য। এখানে ভাষার মুল বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলার মতই। তবুও কিছুটা বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত শ্রীবরদীর মানুষের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ,ভাষা ,সংস্কৃতির সাথে শেরপুর জেলার ভাষার অনেকটা মিল রয়েছে।

১.২. প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) এর সমাপনী প্রতিবেদন তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য মূলত উপজেলায় বাস্তবায়িত অত্র প্রকল্পের সাফল্য ও শিখন ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা । ডিসেম্বর ৩১/২০২৫ সালে প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিক ভাবে সমাপ্ত হয়ে যাবে। তাই প্রকল্পের সার্বিক র্কমকাণ্ড ও সাফল্য সম্পর্কে যাতে স্মৃতিতে ধরে রাখা যায় সেই উদ্দেশ্যে ইউজিডিপি এর সমাপনী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে উপজেলা ওয়েবপোর্টালে আপলোড করে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর প্রতিষ্ঠান ও সর্ব সাধারণের জন্য একটি তথ্যসূত্র হিসাবে কাজে লাগবে।

১.৩. প্রতিবেদন প্রণয়নের পরিধি ঃ-প্রতিবেদন প্রনয়নের উল্লেখযোগ্য পরিধির মধ্যে অন্যতম হলো উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান , প্রাকৃতিক সম্পদ, এবং জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ , কৃষি মৎস্য চাষ ,হস্ত শিল্প পর্যটন এবং ক্ষুদ্র উন্নয়ন সম্ভবনা , স্থানীয় অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ চিহ্নিত করণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, শিশুসুরক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর মূল্যায়ন, সুবিধা বঞ্চিত গোষ্ঠির উন্নয়নে বিশেষ র্কম সূচীর প্রস্তাব এবং সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং টেকসই উন্নয়ন র্কমকাণ্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করণ।

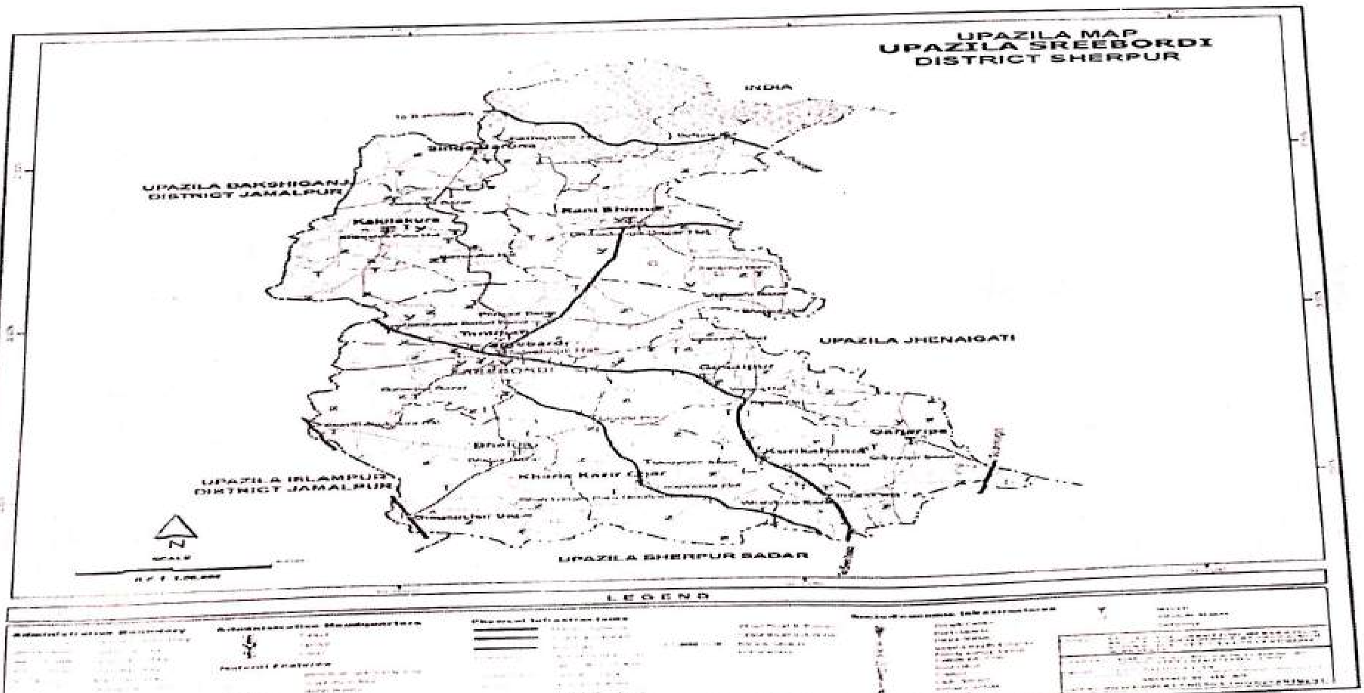

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রকল্প পরিচিতি

২.১. এক নজরে ইউজিডিপি

প্রকল্পের শিরোনাম ঃ উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প

- স্পন্সর মন্ত্রণালয় ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ
- আর্থিক সহায়তা (ঋণ) ঃ জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)
- মোট সহায়তার পরিমাণ ঃ ৯৫৬ কোটি টাকা (ভ্যাট ও আইটি ব্যতীত), জাইকা
- ভ্যাট ও আইটি বাবদ ঃ ১০৩ কোটি টাকা (বাংলাদেশ সরকার)
- প্রকল্প শুরু ঃ ডিসেম্বর ১, ২০১৫ (শুরু হয়েছে ২০১৭)
- প্রকল্প শেষ হবে ঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫
- প্রকল্প এলাকা ঃ সকল উপজেলা

২.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ সরকারী সেবাসমুহ কার্যকরভাবে জনগণের নিকট পৌছানোর জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বাড়ানো এবং উপজেলা পরিষদের কর্মকান্ডের জন্য তহবিল হস্তান্তর যা বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করণে অবদান রাখবে।

২.৩ প্রকল্পের বিশেষত্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমুহ

- উপজেলা পরিষদের দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ
- প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য উপ-প্রকল্প প্রণয়ন
- প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য ইউডিএফ নিয়োগ
- প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের বাৎসরিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ণ

২.৪ উপ-প্রকল্পের ধরণ

সক্ষমতা উন্নয়ন : (বিভিন্ন ধরণের দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ)

অবকাঠামো উন্নয়ন : (শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সরকারী ভবন, শিক্ষার উপকরণ, সোলার প্যানেল, পানি নিষকাষনের জন্য ড্রেন, কৃষি, দূর্যোগ প্রতিরোধ, গ্রামীন রাস্তাঘাট ও পয়ঃনিষ্কাশন)

২.৫ উপ-প্রকল্প গ্রহণের সীমাবদ্ধতা

- ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কাজে, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, চিত্তবিনোদনে
- প্রতিষ্ঠানসমুহের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও ইউটিলিটি খরচ
- শিক্ষা সরঞ্জাম হিসাবে নিত্য ব্যবহার্য জিনিস (চক, নোট বই ইত্যাদি)
- স্বাস্থ্য সরঞ্জাম হিসাবে একবার ব্যবহার যোগ্য যন্ত্রপাতি, ঔষধ ইত্যাদি
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বহন করার জন্য যানবাহন বা তাদের কল্যাণ বিষয়ক কোন কার্যক্রম
- এমন কোন সেবা যা ব্যক্তিগত হিসাবে বিবেচিত হবে
- নিয়মিত রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ যেমন-গর্ত ভরাট, আগাছা পরিষ্কার, নিড়ানি ইত্যাদি
- কোন সরকারী কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব যাচাইকরণসহ যে কোন ধরণের উপজেলা কর্তৃক কোন সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম ব করা যাবে না
- বিদেশে প্রশিক্ষণ বা ভ্রমন খাতে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাবে না
- উপজেলার সীমিত অংশ উপকৃত হবে এমন উপ-প্রকল্প নেওয়া বাঞ্জনীয় নয়
- কোন অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপ-প্রকল্প গ্রহন করা যাবে না
- পরিবেশ ও সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এমন প্রকল্প নেওয়া যাবে না
- উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ক্ষমতার বাহিরের কোন প্রকল্প (রেলপথ, বিদ্যুৎ)

তৃতীয় অধ্যায়

অথায়ন (জিওবি ও জাইকা)

৩.১. বরাদ্দ প্রাপ্তির সময় সীমা ঃ শ্রীবরদী উপজেলা পরিষদ ইউজিডিপি প্রকল্পের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের প্রথম ২ টি অর্থ বছরে অকৃতকার্য হয়েছে । প্রকল্পের তৃতীয় অর্থ বছরের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে অত্র উপজেলা মাত্র ৩২ নম্বর পেয়ে কৃতকার্য হয় এবং প্রথম বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর পরবর্তী অর্থবছর গুলোতে কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে সাফল্যের সাথে কৃতকার্য হয়ে প্রকল্প থেকে বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়ে নির্ধারিত উপ-প্রকল্পগুলো ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন করে ২৩ মার্চ ২০২৫ খ্রিঃ তারিখে সর্বশেষ বিল পরিশোধের মাধ্যমে প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। উপজেলা পরিষদ সক্ষমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প ও অবকাঠামো উপ প্রকল্পে সর্বমোট ২, ০০.০০,০০০.০০ (দুই কোটি) টাকার উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

বরাদ্দ প্রাপ্তিকাল	সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প	অবকাঠামো উপ-প্রকল্প	টাকার পরিমান
২০১৮-১৯ (তৃতীয় রাউণ্ড)	১০,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
২০১৯-২০ (চতুথ রাউণ্ড)	১০,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
২০২০-২১ (পঞ্চম রাউণ্ড)	১০,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
২০২১-২২ (৬ষ্ঠ রাউণ্ড	-	৫০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০

৩.২ সামগ্রিক তহবিল বরাদ্দের চিত্র ঃ উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের একটি বৈদেশিক ঋণ প্রকল্প। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য জাপান ইন্টান্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা) বাংলাাদেশ সরকারকে অত্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করেছে (৯৫৬ কোটি টাকা) তবে প্রকল্পের ব্যয়িত সকল অর্থের ভ্যাট ও আইটি বাবদ খরচ বাংলাদেশ সরকার বহন করেছে (১০৩ কোটি টাকা)

অথবছর	সক্ষমতা উন্নয়ন		অবকাঠামো উন্নয়ন		মোট
	জিওবি	জাইকা	জিওবি	জাইকা	
২০১৮-১৯ (তৃতীয় রাউণ্ড)		১০,০০,০০০.০০	৩২১০৩৯.০০	৪০,০০,০০০.০০	
২০১৯-২০ (চতুথ রাউণ্ড)	-	১০,০০,০০০.০০		৪০,০০,০০০.০০	
২০২০-২১ (পঞ্চম রাউণ্ড)		১০,০০,০০০.০০		৪০,০০,০০০.০০	
২০২১-২২ (৬ষ্ঠ রাউণ্ড)	-	-		৫০,০০,০০০.০০	

সামগ্রিক বরাদ্দ ব্যবহারের তথ্য ঃ উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ২০% সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প এবং ৮০ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন

পরিচালন ব্যবস্থা বলতে কোনো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক, আন্তক্রিয়া , ক্ষমতার গতিশীলতা ও যোগাযোগের ও ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠা এমন কিছু প্রক্রিয়া , কার্যাবলী , কাঠামো, নিয়ম, বিধি ও আদর্শমানের একটি সামগ্রিক জটিল ব্যবস্থা বা পরিকাঠামোকে বোঝায় যা একদিকে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দপ্তর / বিভাগ বা ব্যক্তির গ্রহণযোগ আচরণ ও চর্চার সীমা নির্ধারণ করে এবং নিয়মাবলী ও দিকনির্দেশনা সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রন করে । অপর দিকে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সম্পদ পরিচালনা, বরাদ্দ ও সচল করার পাশাপাশি সামগ্রিক অগ্রগতি নিদিষ্ট করে, যাতে সামষ্টিক প্রয়োজন সমস্যা ও সংকটগুলিকে কাযকরভাবে মোকাবেলা করা যায় । শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলা পরিষদের পরিচালন পদ্ধতি ইতোপূর্বে ইতিবাচক পথ দেখাতে পারেনি। তবে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর অর্ন্তভূক্তির পর থেকে উপজেলার পরিচালন ব্যবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

৪.১ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির আগে পরিচালন ব্যাবস্থার দৃশ্যপট

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তভূর্ক্তির আগে উপজেলা পরিচালন ব্যবস্থা অনেকটা পিছিয়ে ছিল যার প্রমাণ হলো উপজেলা পরিষদ পরিচালনার মানদন্ড নির্ধারণ যাচাইয়ে প্রকল্পের প্রথম ০৪ বছর কৃর্তকায হওয়ার নম্বর অর্জন করতে পারেনি। ইউজিডিপি প্রকল্প কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদকে প্রকল্পের অর্ন্তভূক্ত করে। গভর্ন্যান্স ইন্ডিকেটর গুলো না করার কারনে ২০১৬-১৭,২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকল্পের সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হয়।

অর্থ বছর	প্রাপ্ত নম্বর	মোট নম্বর	ফলাফল
২০১৬-১৭	১৩	১০০	অকৃতকার্য
২০১৭-১৮	১৩	১০০	অকৃতকার্য

৪.২ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির পরে পরিচালন ব্যবস্থার দৃশ্যপট ঃ

শ্রীবরদী উপজেলা ২০১৮-১৯ অর্থ বছর হতে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভূক্তির পরে উপজেলা পরিচালন ব্যবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। উপজেলা পরিষদ পরিচালনার মানদন্ড নির্ধারণ যাচাইয়ে কৃতকার্য হয়েছে। ইউজিডিপি প্রকল্প কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদকে প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করে। গভর্ন্যান্স ইন্ডিকেটরগুলি শতভাগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রীবরদী উপজেলায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়।

অর্থ বছর	প্রাপ্ত নম্বর	মোট নম্বর	উলাফল
২০১৮-১৯ (তৃতীয় রাউন্ড)	৫৭	১০০	কৃতকার্য
২০১৯-২০ (চতুর্থ রাউন্ড)	৩২	১০০	কৃতকার্য
২০২০-২১ (৫ম রাউন্ড)	৭৫	১০০	কৃতকার্য
২০২১-২২ (৬ষ্ঠ রাউন্ড)	৯৮	১০০	কৃতকার্য

৪.৩ পরিচালন ব্যবস্থার বর্তমান দৃশ্যপট ঃ বর্তমানে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের ৬ষ্ঠ রাউন্ডের কাজ শেষ হওয়ার পর ২০২৪ সালের ডিসেম্বর থেকে বর্তমানে ফলোয়াপ পর্যায়ে চলমান আছে। যদিও এই প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য সুশাসন ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা। তথাপি এই প্রকল্প থেকে উপজেলা পর্যায়ে নানা ধরণের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কৃষি, স্বাস্থ্য , শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যা নিয়মিত মনিটরিং ও ফলোয়াপ অব্যাহত আছে। উপজেলা পরিষদের গভর্ন্যান্স ইন্ডিকেটরগুলো নিয়মিত ভাবে প্রতিপালন করার নিমিত্তে প্রকল্প থেকে সবসময় নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের প্রতিনিধি হিসাবে উপজেলা পরিষদের নিয়োগ প্রাপ্ত উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটরগণ ইউজিডিপি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প মনিটরিং এর পাশাপাশি উপজেলা পরিষদের সুশাসন ব্যবস্থা জোড়দার করার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। আর এই কাজের অংশ হিসাবে উপজেলা পরিষদের অংশ হিসাবে উপজেলা পরিষদের ওয়েবপোর্টাল আপডেট , উপজেলা ১৭ কমিটির মিটিং নিয়মিত করণ, সঠিক সময়ে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন , ৫ম বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ,বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন , এডিপি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ, উপজেলা পরিষদে ন্যাস্ত বিভাগসমূহের মধ্যে আন্তঃসর্ম্পক স্থাপন,উপজেলা পরিষদের সকল কাজের স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা , আইনের শাসন ও সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে । ইতোমধ্যে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের সম্মানীত পরিচালক মহোদয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় থেকে উপজেলা পরিষদের ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ করা, ১৭ টি উপজেলা কমিটির সভা নিয়মিতকরনের জন্য প্রতিটি উপজেলা পরিষদকে আনুষ্ঠানিক চিঠি দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের পক্ষ থেকে এ সকল উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে বর্তমানে উপজেলা পরিষদে উপজেলা পরিচালন ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা নিয়মিত হচ্ছে। ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ অনেকটাই সমৃদ্ধ হয়েছে। বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়মত প্রণয়ন করা হচ্ছে। ৫ ই আগষ্ট গণঅভ্যুথানের পর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদ বাতিল করার পর উপজেলা কমিটির সভা স্থবির হয়ে পড়েছিল। সম্প্রতি ইউজিডিপি প্রকল্প ও স্থানীয় সরকার বিভাগের পরামর্শের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে পূনরায় উক্ত সভাগুলো নিয়মিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিগত সময় থেকে উপজেলা পরিষদে ই-জিপি চালু হওয়ায় উপজেলা পরিষদের প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতিতে সুশাসন নিশ্চিত করা হচ্ছে।

পরিচালন ব্যবস্থার সূচক	নিয়মিত হয় কি না?	গত অর্থ বছরের চিত্র	চলতি অর্থ বছরের চিত্র	ওয়েবপোর্টালে আপলোড হয়েছে কি না/	মন্তব্য
উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা	হ্যাঁ	১১	৯	হ্যাঁ	
নিয়মিত উপজেলা কমিটির সভা	হ্যাঁ	১০২	৩৪	না	
বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন	হ্যাঁ	হয়েছে	হ্যাঁ		
বার্ষিক বাজেট সভা	হ্যাঁ	হয়েছে	হ্যাঁ		
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা	হ্যাঁ	হয়েছে	চলমান		
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা	হ্যাঁ	হয়েছে	চলমান	হ্যাঁ	

প্রকল্প বাছাই কমিটির সভা	হ্যাঁ	হয়েছে	চলমান	হ্যাঁ	
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	হ্যাঁ	হয়েছে	চলমান	হ্যাঁ	
এডিপি প্রতিবেদন	হ্যাঁ	হয়েছে		হ্যাঁ	
বার্ষিক পযবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন		হয়েছে		হ্যাঁ	
প্রকল্প কাযক্রম মনিটরিং /পরিবীক্ষণ	হ্যাঁ	হয়েছে	চলমান	হ্যাঁ	
বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণী	হ্যাঁ	হয়েছে	হয়েছে	হ্যাঁ	
উপজেলা ডিজিটাল সেন্টর স্থাপন ও কার্যক্রম চালুকরণ	হ্যাঁ	হয়েছে	হয়েছে	হ্যাঁ	
তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা	হ্যাঁ	হয়েছে	হয়েছে	হ্যাঁ	
সিটিজেন চাটার	হ্যাঁ	হয়েছে	হয়েছে	হ্যাঁ	
সম্পদ রেজিস্টার হালনাগাদ করণ	হ্যাঁ	হয়েছে	হয়েছে	হ্যাঁ	
উন্নয়ন কাজের খাত ওয়ারি বিভাজন	হ্যাঁ	হয়েছে	হয়েছে	হ্যাঁ	
নারী ফোরামের জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ	হ্যাঁ	হয়েছে	চলমান	হ্যাঁ	
উপজেলা প্রকল্প প্রস্তাবনা ফরম্যাট ব্যবহার	হ্যাঁ	হয়েছে	হয়েছে	হ্যাঁ	
ইউডিসিসি সভা	হ্যাঁ	হয়েছে	০		
নিয়মিত ওয়েবপোর্টাল হাল নাগাদ	হ্যাঁ	হয়েছে	হয়েছে		
গণশুনানী	হ্যাঁ	হয়েছে	হয়েছে		

৫.১ কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন(পিএ) ফলাফল বিশ্লেষণ

প্রথম ২টি অর্থ বছরে শ্রীবরদী উপজেলা কৃর্তকার্য হতে পারেনি। ইউজিডিপি প্রকল্প কর্মদক্ষতা
উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের (ইউজিডিপি) গভর্ন্যান্স ইন্ডিকেটরগুলো প্রতিপালন না করার কারনে অত্র উপজেলা পরপর ২ টি
মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদকে প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করে। প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর হতে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয়
অর্থ বছরে প্রকল্প হতে সহযোগিতা প্রাপ্ত হতে বঞ্চিত হয়। প্রকল্পে অন্তর্ভূর্ক্তির পর হতে উপজেলার পরিচালন ব্যবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন
সরকারের বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পে শ্রীবরদী উপজেলার অবস্থান তুলে ধরা হলো
এসেছে। নিম্নের ছকে প্রকল্প কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে

অর্থ বছর	প্রাপ্ত নম্বর	মোট নম্বর	ফলাফল
২০১৬-১৭ (১ম পর্যায়)	১৩	১০০	অকৃতকার্য
২০১৭-১৮ (২য় পর্যায়)	১৩	১০০	অকৃতকার্য
২০১৮-১৯ (৩য় পর্যায়)	৩২	১০০	কৃতকার্য
২০১৯-২০ (৪থ পর্যায়)	৫৭	১০০	কৃতকার্য
২০২০-২১ (৫ম পর্যায়)	৭৫	১০০	কৃতকার্য
২০২১-২২(৬ষ্ঠ পর্যায়)	৯৮	১০০	কৃতকার্য

পঞ্চম অধ্যায়

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রদত্ত সহায়তার বিবরণ

উন্নয়ন প্রকল্পে প্রদত্ত সহায়তার বিবরণ,সক্ষমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন,অবকাঠামো উন্নয়ন, উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন শ্রীবরদী উপজেলা পরিষদ ইউজিডিপি প্রকল্পের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের প্রথম ২টি অর্থবছরে অকৃতকার্য হওয়ার পর তৃতীয় অর্থ বছরের ৩২ নম্বর কৃতকার্য হয় এবং প্রথম বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর পরবর্তী অর্থ বছর ৬ষ্ঠ কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে ৯৮ নম্বর পেয়ে সাফল্যের সাথে কৃতকার্য হয়ে প্রকল্প থেকে সর্বোচ্চ বরাদ্দপ্রাপ্ত হয়েছে । নির্ধারিত উপ প্রকল্পগুলো ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়ন করে ২৩ মার্চ ২০২৫ খ্রিঃ তারিখে সর্বশেষ বিল পরিশোধের মাধ্যমে প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প ও অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্পে সর্বমোট ২,০০,০০,০০০.০০ (দুই কোটি) টাকার উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

অর্থ বছর	সক্ষমতা উন্নয়ন	অবকাঠামো উন্নয়ন	মোট	মন্তব্য
২০১৮-১৯	১০,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০	
২০১৯-২০	১০,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০	
২০২০-২১	১০,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০	
২০২১-২২	-	৫০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০	
মোট	৩০,০০,০০০.০০	১,৭০,০০,০০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০	

শ্রীবরদী উপজেলা পরিষদ ইউজিডিপি প্রকল্পের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের প্রথম ২টি অর্থবছরে অকৃতকার্য হওয়ার পর ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে কৃতকার্য হয়ে এবং প্রথম বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়। অত্র উপজেলার বিভিন্ন দপ্তর ও সাধারন জনসাধারনের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষনের জন্য ৩০,০০,০০০.০০ (ত্রিশ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ পায় (ভ্যাট ও আয়কর ব্যতীত)। উক্ত বরাদ্দের অর্থ দিয়ে উপজেলা পর্যায়ে ন্যস্ত ১৭ টি বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে কৃষি , শিক্ষা, স্বাস্থ্য , আইসিটি ও সামাজিক ইস্যু ও পাশাপাশি বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ করানো হয়। উপকার ভোগীদের মধ্যে সুবিধা বঞ্চিত নারী, প্রান্তিক কৃষক,পল্লী চিকিৎসক , বিভিন্ন পেশাজীবি ও বিভিন্ন বিভাগের সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী।

ক্রমিক নং	অর্থ বছর (২০১৮-১৯)	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষনের ধরণ	দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	পুরুষ	মহিলা	মোট	বাজেট (ভ্যাট ও আয়কর ব্যতীত)	বাজেট (ভ্যাট ও আয়কর সহ)
১.	সিডিও-২০১৮-১৯-৪৫৮৯৯০-০১	শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হার রোধে প্রসবপূববর্তীও প্রসবপরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা ও নবজাতক পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	স্বাস্থ্য বিভাগ	০০	৩০	৩০	১০০০০০.০০	১০৪৪৮১.০০
২.	সিডিও-২০১৮-১৯-৪৫৮৯৯০-০২	সমবায় সমিতির সদস্যদের মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	মৎস্য বিভাগ	২০	১০	৩০	১২৪০০০.০০	১৩০০১২.০০
৩.	সিডিও-২০১৮-১৯-৪৫৮৯৯০-০৩	আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষকদের মসলা জাতীয় ফসলের চাষ ও উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক	কৃষি বিভাগ	৪০	২০	৬০	১২৭০০০.০০	১৩৩৩৪৯.০০
৪.	সিডিও-২০১৮-১৯-৪৫৮৯৯০-৪	অটোরিক্সা , সিএনজিও ট্রাক চালকদের আইনগত সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	উপজেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটি	৩০	০০	৩০	১১৫০০০.০০	১১৯৮৬৫.০০
৫.	সিডিও-২০১৮-১৯-৪৫৮৯৯০-০৫	সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা , ই-ফাইলিং ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ ও উদভাবনী প্রকল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	উপজেলা প্রশাসন	৩০	১০	৪০	১৬১২০০.০০	১৬৭০৩৫.০০
৬.	সিডিও-২০১৮-১৯-৪৫৮৯৯০-০৬	উপজেলার বিভিন্ন অদক্ষ ও অল্প শিক্ষিত বৈদ্যুতিক মিস্ত্রিদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	যুবউন্নয়ন	৩০	০০	৩০	১২৪০০০.০০	১২৯৬৭৯.০০
৭.	সিডিও-২০১৮-১৯-৪৫৮৯৯০-০৭	এসডিজি অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষকদের সৃজন পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র তৈরিতে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	শিক্ষা বিভাগ	২০	১০	৩০	১৩৫০০০.০০	১৩৯২৪৯.০০

৮.	সিডি৩-২০১৮-১৯-৪৫৮৯৯০-০৮	স্বাস্থ্যবিধি মেনে হোটেল মালিক, শ্রমিক ও খাদ্য সরবরাহকারীদের খাদ্য প্রস্তুত, পরিবেশন ও সরবরাহ বিষয়ে সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	স্বাস্থ্য বিভাগ	৩৫	০০	৩৫	১১৫০০০.০০	১২০৪৭৪.০০

ক্রমিক নং	অর্থ বছর (২০১৯-২০)	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের ধরণ	দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	পুরুষ	মহিলা	মোট	বাজেট (ভ্যাট ও আয়কর ব্যতীত)	বাজেট (ভ্যাট ও আয়কর সহ)
৯.	সিডি৪-২০১৯-২০-৪৫৮৯৯০-০১	গ্রামীন জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যুবকদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	যুবউন্নয়ন	১৫	০৫	২০	১৫২৫০০.০০	১৬৭৩১৫.০০
১০.	সিডি৪-২০১৯-২০-৪৫৮৯৯০-০২	PPR IBAS++ প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও অন-লাইনে বেতন ভাতা আনয়নের ক্ষেত্রে আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তাদের ভিডিও হিসাবে বিল প্রণয়ন ও সিষ্টেম সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	উপজেলা প্রশাসন	৩০	১০	৪০	১০০০০০.০০	১০৬৭৫৬.০০
১১.	সিডি৪-২০১৯-২০-৪৫৮৯৯০-০৩	দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষন।	সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক	মৎস্য বিভাগ	৩০	১০	৪০	১০০০০০.০০	১০৬৭৫৬.০০
১২	সিডি৪-২০১৯-২০-৪৫৮৯৯০-০৪	মালচিং পদ্ধতিতে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	কৃষি বিভাগ	৪০	২০	৬০	১৩৭০০০.০০	১৪৬২৫৩.০০
১৩	সিডি৪-২০১৯-২০-৪৫৮৯৯০-০৫	আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বেকার যুবকদের ফ্রিল্যান্সিং ও মার্কেটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	যুবউন্নয়ন	১৫	৫	২০	১৫৫০০০.০০	১৬৯০১৩.০০
১৪	সিডি৪-২০১৯-২০-৪৫৮৯৯০-০৬	খামারীদের আধুনিক পদ্ধতিতে দেশীয় মুরগী পালন বিষয়ক।	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	প্রাণি সম্পদ বিভাগ	৫০	১০	৬০	১৩৭০০০.০০	১৪৬১৯৯.০০
১৫	সিডি৪-২০১৯-২০-৪৫৮৯৯০-০৭	মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের আইসিটি দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	শিক্ষা বিভাগ	২০	১০	৩০	১১৮৫০০.০০	১২৪৬৬০.০০
১৬	সিডি৪-২০১৯-২০-৪৫৮৯৯০-০৮	করোনা মোকাবিলায় বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মীদের সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	স্বাস্থ্য বিভাগ	৫৫	৩৫	৯০	১০০০০০.০০	১০৫২০৬.০০

ক্রমিক নং	অর্থ বছর (২০২০-২১)	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের ধরণ	দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	পুরুষ	মহিলা	মোট	বাজেট (ভ্যাট ও আয়কর ব্যতীত)	বাজেট (ভ্যাট ও আয়কর সহ)
১৭	সিডি৫-২০২০-২১-৪৫৮৯৯০-০১	নির্মাণ শ্রমিকদের (রাজমিস্ত্রি, রড মিস্ত্রি বা মিস্ত্রি) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৌলিক প্রশিক্ষণ	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	উপজেলা প্রকৌশল	৯০	০০	৯০	১২৮০০০.০০	১৩৩৭১৬.০০
১৮	সিডি৫-২০২০-২১-৪৫৮৯৯০-০২	শ্রীবরদী উপজেলার কৃষি অফিসের আওতাধীন জনপ্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক	উপজেলা কৃষি অফিস	১০০	১০	১১০	১৪৮০০০.০০	১৫৪৮৩৬.০০
১৯	সিডি৫-২০২০-২১-৪৫৮৯৯০-০৩	আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ।	সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক	কৃষি বিভাগ	৪০	২০	৬০	১৫৯০০০.০০	১৬৫৯৫৪.০০
২০	সিডি৫-২০২০-২১-৪৫৮৯৯০-০৪	উপজেলা পর্যায়ের অফিস সমূহের ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ ও ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক	উপজেলা প্রশাসন	২৯	১০	৩৯	১৩৪৪৪০.০০	১৩৯৫৯০.০০
২১	সিডি৫-২০২০-২১-৪৫৮৯৯০-০৫	শিশুদের পুষ্টি ও ২ বছরের কম বয়সী শিশুদের খাদ্য বিষয়	সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক	স্বাস্থ্য বিভাগ	০	৯০	৯০	১০৪৮০০.০০	১১০১৭৮.০০

		গর্ভবতী মা দুগ্ধদায়ী মা ও পরিচর্যাকারীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ।							
২২.	সিডিপি-২০২০-২১-৪৫৮৯৯০-০৬	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	শিক্ষা বিভাগ	৯৮	৯৮	১৯৬	১৮৬৭৬০.০০	১১৬২৯৭.০০
২৩.	সিডিপি-২০২০-২১-৪৫৮৯৯০-০৭	খামারীদের এন্টিবায়োটিকের যৌক্তিক ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ মাংস উৎপাদন ও খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক	উপজেলা প্রাণিসম্পদ	৭০	২০	৯০	১৩৭০০০.০০	১৪৪৯৪৪.০০

এক নজরে সক্ষমতাবৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণের সামগ্রিক ফলাফল

- ওয়েব পোর্টাল আপডেট ও নথি আপলোডের ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে । প্রশিক্ষণ গ্রহনের পূর্বের চেয়ে বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগের ওয়েবপোটার্ল তুলনামূলক হালনাগাদ পাও য়া যায়।
- আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকগন স্ব স্ব বিদ্যালয়ে ডিজিটাল ক্লাস পরিচালনা করতে সক্ষম ।
- কোভিট-১৯ প্রশিক্ষণের ফলে , জনসাধারণ ,স্বাস্থ্যকর্মী ও পেশাজীবিদের সচেতনতা বেড়েছে।
- অটোরিক্সা ও রিক্সাচালক ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জেনেছে এবং সঠিক লেনে গাড়ি চালানো ও দূর্ঘটনা রোধে সচেতন হয়েছে।
- পাহাড়ী এলাকায় অনাবাদী কৃষি জমিতে প্রান্তিক চাষীরা সবজি উৎপাদন করে পারিবারিক চাহিদা মেটাতে পারছে।
- বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতিগণের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ফলে বিদ্যালয়ে তদারকি বৃদ্ধিতে সক্রিয় হয়েছে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে অভিভাবকগণকে উদ্বুদ্ধ করছে।

অবকাঠামো উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন

- শ্রবরদী উপজেলা পরিষদ ইউজিডিপি প্রকল্পের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ৬ঠ রাউণ্ডে ৯৮ নম্বর পেয়ে কৃর্তকার্য হয়ে ৫০,০০,০০০.০০ (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে।

অথবছর	উপ-প্রকল্পের নাম	সুবিধা ভোগীর সংখ্যা	পরিমান	মোট টাকা ভ্যাট ও আইটি সহ	মোট টাকা ভ্যাটও আইটি ব্যতীত)
INF3-458990-2018-19-01	কুরুয়া বাজারের পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।	৫০০০ জন	১২৩ মিটার	২৫.২২.৬৩০.০০	২০,৯৩,৫২২.০০
INF3-458990-2018-19-02	খড়িয়া কাজীরচর উচ্চ বিদ্যালয়ে গাল ফ্যাসিলিটিজ ভবন নির্মাণ।	নারী শিক্ষার্থী	০১টি	১৩,২৯,৮৪৫.০০	১১,২৫,৯৮৫.০০
INF4-458990-2019-20-01	বাবেলাকোনা আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।	৫০০	২৫টি কম্পিউটার	১৪,৫৩,৫০০.০০	১৩,০০,৮৮২.০০
INF4-458990-2019-20-02	শ্রীবরদী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে অক্সিজেন লাইন স্থাপন।	উপজেলা বাসী	৫০০মিটার	১১,৬০,০৫০.০০	১০,৩৮,২৪৪.০০
INF4-458990-2019-20-03	শ্রীবরদী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচুঁ-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ।	৪৫০ জন	১৫০ জোড়া	১৪.৫৩.৫০০.০০	১৩.০০.৯৮৫.০০
INF5-458990-2020-21-01	সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপন(বালিজুড়ি হতে শয়তান বাজার পর্যন্ত ও মাদারপুর হতে কুরুয়া পশ্চিম পাড়া পর্যন্ত)	উপজেলা বাসী	৮৭	২৫৪২৬০০.০০	২২৭৫৬২৭.০০
INF5-458990-2020-21-02	শ্রীবরদী উপজেলার ঝগড়াররচর ও ভায়াডাঙ্গা বাজারে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ।	৩০০০ জন	২টি	১৪,৬৪,৬০০.০০	১৩,১০,৮১৭.০০
INF6-458990-2021-22-01	শ্রীবরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অপারেশন থিয়েটারের জন্য মেডিকেল ইকুইপমেন্টসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহ।	উপজেলা বাসী	০৮টি	১৩,৯৫,০০০.০০	১২,৪৮,,৫২৫.০০
INF6-458990-2021-22-02	শ্রীবরদী উপজেলার মামদামারী দাখিল মাদ্রাসায় গার্লস কমন রুম নির্মাণ।	নারী শিক্ষার্থী	১টি	১৪,৯৮,৫০০.০০	১২,৮১,২১৭.০০
INF6-458990-2021-22-3	শ্রীবরদী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচুঁ-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ।	৫০০ জন	১৪৮জোড়া	৯,০৯,৯০০.০০	৭,৮৬,,১১৮.০০
INF6-458990-2021-22-04	শ্রীবরদী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচুঁ-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ।	৪৫০ জন	১৪৪ জোড়া	৯,৩৫,৬৬৮.০০	৭,২৯,৭৪৩.০০

এক নজরে বাস্তবায়িত অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্পসমূহের সামগ্রিক ফলাফল

- শ্রীবরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মেডিকেল উপকরণ সরবরাহ করার ফলে উপজেলা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে স্বাস্থ্য সেবা নিচ্ছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ খুব সহজেই চিকিৎসা নিতে পারছে।
- নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সোলার স্ট্রীট লাইট স্থাপন করা হয়েছে । ফলে রাতে রাস্তায় যানবাহন দূর্ঘটনার পরিমান নেই বললেই চলে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচুঁ-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ করার ফলে শিক্ষার্থীরা মনোরম পরিবেশে পড়ালেখা করতে পারছে । উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বাজারের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ রক্ষা করার জন্য পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ করা হয় ।
- মেয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গার্লস কমন রুম নির্মাণ করা।
- বাজারের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের জন্য ওয়াশ ব্লক নিমার্ণ করা হয়।
- আদিববাসী শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিটার ল্যাব স্থাপন করা হয়।

অধ্যায় ০৬ ঃ প্রকল্পের ফলাফল

বিগত সময়ের ৪টি অর্থ বছরের শ্রীবরদী উপজেলায় ইউজিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষ প্রয়োজনীয় কিছু উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এই উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যে সকল ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য সাফল্য অর্জন হয়েছে।

- সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে অত্র উপজেলার বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মকর্তা , কর্মচারী, বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষ এবং সাধারন জনগনকে বিভিন্নভাবে সচেতন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিক সুবিধা অর্জনের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য , স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে উন্নয়নের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে।
- উপজেলা পরিষদের সুশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এই ধারা বাহিকতা চলমান থাকলে আগামী দিনে উপজেলা পর্যায়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা আইনের শাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল ষ্টেকহোল্ডার ও উপকারভোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ শতভাগ নিশ্চিত হবে।

পরিচালন ব্যবস্থা ও উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্মূখীন চ্যালেঞ্জ

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ২ ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হয়েছে।

১। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে

২ ।উপজেলা পরিষদের সুশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

- উপ-প্রকল্প বাছায়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় উপজেলা চেয়ারম্যান , উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মাঝে সমন্বয়হীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত পার্থক্যের ফলে অনেক সময় জনবান্ধব উপ-প্রকল্প বাছাই করতে দীর্ঘ সময়ব্যাপী আলোচনা করার পর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। সঠিক সময়ে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে বাধা গ্রস্ত হয়েছে।
- ঠিকাদারের কৌশলগত দুর্বলতার কারনে সঠিক সময়ে মালামাল সরবরাহ বা স্থাপন কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব না হলেও প্রকল্পের বেধে দেওয়া সময় সীমার মধ্যে অত্র উপজেলার সকল কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে।
- ইউজিডিপি উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবনা তৈরি থেকে শুরু করে কার্যসম্পাদন ও বিল সমন্বয় পর্যন্ত প্রায় সকল ক্ষেত্রে প্রতিটি দপ্তরের দক্ষতার অভাব এবং ইউডিএফের উপর নির্ভশীলতা। স্ব স্ব দপ্তরের সক্ষমতা ও দক্ষতার অভাব উন্নয়নের অন্তরায় হয়েছে।

- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উপকারভোগী ও বাস্তবায়িত অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প সমূহ নিয়মিত মনিটরিং, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও ফলোয়াপ করা একটি বাস্তবমূখী সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
- দূর্গম অঞ্চলে বাস্তবায়িত অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্পসমূহ নিয়মিত মনিটরিং ও ফলোয়াপ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

উপজেলা পরিষদের সুশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার সম্মূখীন হওয়া চ্যালেঞ্জ সমূহ ঃ

- উপজেলা পরিষদের প্রতিটি দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাবের কারণে সুশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার কারনে উন্নয়ন ঘটানো একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার।
- উপজেলা পরিষদের আইন ও নীতিমালা অনুসারে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হলেও নির্ধারিত তারিখে সভা অনুষ্ঠান ও সভার কার্যবিবরনী প্রকাশ করা এখনও সম্ভব হয়ে উঠেনি।
- উপজেলা পরিষদের ১৭ টি হস্তান্তরিত বিভাগের কমিটির দ্বি-মাসিক সভা নিয়মিত আয়োজনের জন্য দপ্তর প্রধানদের (সদস্য সচিব) আগ্রহ ও উদ্যোগের অভাব রয়েছে।
- উপজেলা কমিটির সভার আয়োজন না করেও সভার জন্য বরাদ্দ অর্থ উত্তোলন ও ব্যয় করার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়।
- উপজেলা পরিষদের ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন লোক না থাকায় তথ্যসংগ্রহ ও হালনাগাদ করা একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।
- বার্ষিক পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে কিছু কিছু বিভাগের বিভাগীয় তথ্য প্রদান করতে অস্বীকার ও অনিচ্ছা থাকায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার একটি বড় বাধা।
- উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও সরকারী দাপ্তরিক কর্মকর্তাদের জনগণের প্রতি জবাবদিহীতার মনোভাব না থাকায় উপজেলা পরিষদের পরিচালন ব্যবস্থা ও সুশাসন নিশ্চিত করা দারুনভাবে বাধা গ্রস্ত হচ্ছে।

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত মূল্যবান শিখন ও অভিজ্ঞতা ঃ

উপজেলা পরিষদে বাস্তবায়িত অন্যান্য প্রকল্পের সাথে ইউজিডিপির প্রকল্পের মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে। বার্ষিক মূল্যায়ণ , স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরন করা এই প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইউজিডিপির বরাদ্দ অর্থ ইউনিয়ন ভিত্তিক বন্টন করার সুযোগ নেই। শুধু অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এর ব্যয় করা হয়। এই প্রকল্পে অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন উনমুক্ত দরপত্র আহবান বাধ্যতামূলক এবং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কোন চলমান বিল দেওয়া হয়না যা প্রকল্পের কাজের গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। নিম্নে প্রকল্প হতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও শিখন তুলে ধরা হলো-

- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা জোড়দারকরণে ওয়েবপোর্টাল ভিত্তিক সক্ষমতা যাচাই একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।
- টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শক্তিশালী যোগাযোগ, পর্যবেক্ষণ ও আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নের বিকল্প নেই।
- সুশাসন নিশ্চিত করতে জনপ্রতিনিধি, ইউএনও এবং হস্তান্তরিত বিভাগের মধ্যে সমন্বয় অপরিহার্য।
- চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহের ফলে কমিউনিটি সেবা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহের ফলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি সন্তোষজনক।
- কার্যকর পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করে পণ্যেরমান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

অধ্যায় ০৭ : উপসংহার ও সুপারিশ

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতার দিক থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য প্রকল্প থেকে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ভিন্ন হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়ে যাবে। তাই প্রকল্পের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য সম্পর্কে তথ্য রাখার জন্য উপজেলা পরিষদ পর্যায়ে বাস্তবায়িত ইউজিডিপি এর সমাপনী প্রতিবেদন প্রণয়ন করে উপজেলা পরিষদের ওয়েবপোর্টালে আপলোড করে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। নিঃ সন্দেহে এই প্রতিবেদনটি উপজেলা পর্যায়ে সকল দপ্তর , প্রতিষ্ঠান ও সর্ব সাধারনের জন্য একটি বড় তথ্যসূত্র হিসাবে কাজে লাগবে। এর অভিজ্ঞতা ও শিখনকে কাজে লাগিয়ে সুশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি করনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ,পরিবেশ রক্ষা , কৃষি প্রবৃদ্ধি, গুণগতমান ও সার্বজনীন শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতকে অধিকতর জনবান্ধবকরণ, বেকারত্ব দূরীকরণ, নারীর

...য়ন সহ নানা বিষয়ে উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ , দিকনির্দেশনা ও সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভগের স্মারক স্বাক্ষী হিসাবে বিবেচিত হবে।

প্রস্তাবিত সুপারিশ ঃ

ইউজিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা , স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। আগামীতে এই প্রকল্প উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কৃষির পাশপাশি ১৭টি বিভাগ ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা ও কার্যকর মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে দুই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১.বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমুখী র্কাযক্রম গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ ।

২.সুশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

১. .বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমুখী কার্যক্রম গ্রহণের কিছু পদক্ষেপ-উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

২. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষাথীদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিতা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদানস

৩.কর্ম সংস্থান সৃষ্টির জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইনপুট সাপোর্টের ব্যবস্থা করা।

৪.নারী ও শিশু উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

৬.কর্মসংস্থান তৈরিতে স্থানীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

সুশাসন ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ঃ-

- হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মধ্যে আন্তরিকতার সহিত কার্যকারিতা বাড়ানোর কৌশল তৈরি করা ।
- ইউজিডিপির সফল দিক গুলো এডিপি ও অন্যান্য কর্মসূচীতে প্রয়োগ করা।
- উপজেলা পরিষদের ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদ রাখতে তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগকে সংযুক্ত করা।
- হস্তান্তরিত বিভাগের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করতে সকল কার্যক্রমের তথ্য উপজেলা ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং নিদিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদান করা।
- স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রতিবছর সন্তোষজনক কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

ফটো গ্যালারী

CD5-458990-2020-21-

CD5-458990-2020-21-06

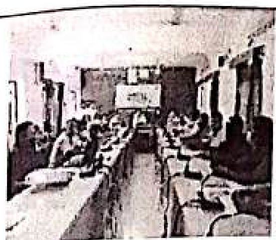
CD5-458937-2020-21-01

CD5-458937-2020-21-01

INF3-458990-2018-19-02

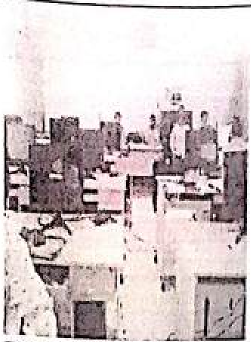
INF6-458990-2021-22-01

INF5-458990-2021-22-03

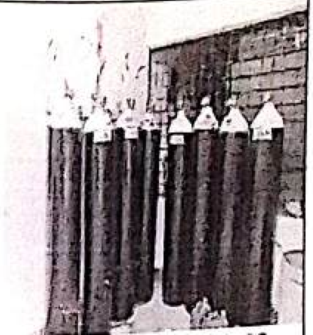
INF5-458990-2019-20-03

INF4-458990-2019-20-01

INF4-458990-2019-20-0

INF3-458990-2018-19-01

INF3-458990-2018-19-01

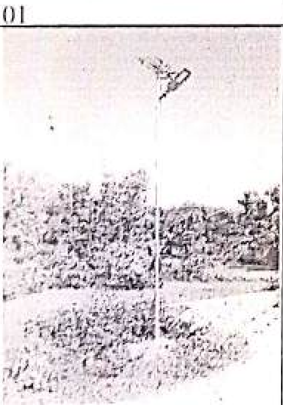
INF5-458990-2020-21-01

INF5-458990-2020-21-01

INF5-458990-2020-21-03

NF5-458990-2020-21-03

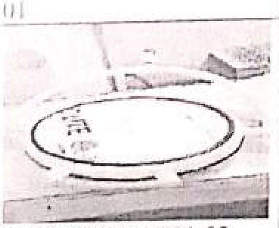
INF6-458990-2021-22-01

INF6-458990-2021-22-02

INF6-458990-2021-22-04

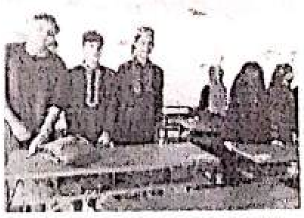
INF6-458990-2021-22-04